টুপুর যখন পড়ুয়া

প্রণব কুমার মুখোপাধ্যায়

পড়ছে সে সারাদিন ধরে
মুখ গুঁজে বইয়ের ভিতরে,
ডাকলেও সাড়া পাওয়া ভার
এমনই পড়ার নেশা তার ।

বই চাই খেতে বসে হাতে,
বই চাই রাতে, বিছানাতে,
বই চাই গ্রীষ্মে কি শীতে,
বই চাই যে-কোনও ছুটিতে ।

ভুলে যায় স্নান-খেলা-হাওয়া,
দুটো চোখ যেন ভুতে পাওয়া
গিলে খায় বইয়ের ভিতর
রাশি রাশি খুদে অক্ষর ।

দিন-রাত সকাল দুপুর
বই মুখে উপুড় টুপুর,
আর কোনও দিকে নেই মন,
বই ছাড়া বৃথাই জীবন ।

এত পড়ে, তবু মেয়েটার
ঘুচলনা বদনাম ভার,
নিশিদিন শোনে গঞ্জনা —
আর কবে হবে পড়াশোনা ?

কেন শোনে, নেই নাকি মাথা ?
বলি তবে আসল কথাটা,
যা নিয়ে সে মগ্ন, অথই,
ভাবখানা-পড়ছি কতই,
সব শুধু গল্পের বই

জেনে রাখো

পড়ুয়া	—	যে পড়ে	**রাশি রাশি**	—	অনেক, প্রচুর
খুদে	—	খুব ছোট	**বৃথাই**	—	অকারণ
নিশিদিন	—	রাতদিন, সবসময়	**গঞ্জনা**	—	বকুনি
মগ্ন	—	মেতে থাকা			

কাব্য পরিচয়

টুপুর নামে মেয়েটি সারাদিন বই পড়ে । বই পড়াতে সে এতই মগ্ন হয়ে থাকে যে স্নান, খাওয়া, খেলাও ভুলে যায় । এমনকি ডাকলেও সারা পাওয়া যায় না । এত পড়াশোনা করে অথচ পরীক্ষার ফল ভালো নয়। সবার বকুনি তাকে শুনতে হয় । এর আসল কারণটি ধরা পড়ে, সে সারাদিন পড়ার বই নয় কেবল গল্পের বই পড়ে।

পাঠবোধ

সংক্ষেপে লেখো

1. পড়ুয়া কাকে বলে ?
2. পড়ুয়া মেয়েটির নাম কি ?
3. পড়ুয়া মেয়েটির কিসের নেশা ?
4. টুপুরকে ডাকলে কেন সড়া পাওয়া যায় না ?

বিস্তারিতভাবে লেখো

5. টুপুর সব সময় বই পড়ত তবুও তাকে কেন গঞ্জনা শুনতে হোত ? বুঝিয়ে লেখো ।

ব্যাকরণ ও নির্মিতি

1. বিপরীত শব্দ লেখো

ভিতর	আসল
সকাল	বদনাম
দিন	ভুল

2. বাক্য রচনা করো

সারাদিন খেলা পড়শোনা মগ্ন ছুটি

3. কাকাকে তোমার প্রিয় কোনো বই আনবার জন্য চিঠি লেখো ।